اللهم انصر من نصر دينك وسعى لتحكيم كتابك

اللهم عليك بالرافضةالمشركين ومن ناصرهم

اللهم لاتحقق لهم غاية

اللهم اعز المجاهدين السنة الدين باعوا انفسهم لنصرة دينك اللهم انصرهم على اهل الشرك والروافض اهل البدع واتباع اليهود

اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ

أهل **السنة** في **لمواصل** وفي غيرها

اللهم انصرالمسلمين من أهل السنة في الموصل على الرافظة والصليبين وحلفائها

اللهم احفظ اهل السنة في الموصل والعن الروافض ومن عاونهم

اللهم الحقني بشهداء امين يارب العالمين

الله أكبر ولله الحمد هنيئآ لكم الشاهدة نسأل الله ان يتقبلهم جميعآ في الفردوس الاعلى

يارب امتنى شهيدا فى سحات الوغى
سأل الله العظيم ان يثبتنا واياكم على دينه سبحانه وتعالى وان يغفر لنا وان يسترنا في الدنيا والاخرة

الله ينصر المجاهدين في سبيله ويثبت أقدامهم فقط الذين قاتلوا بنية رفع رايات الاسلام

اللهم تقبل جميع الشهداء في سبل اعلاء كلمة الله

اللهم وحد صفوف المجاهدين فى الشام واهللك اهل الشرك والمجوس المعتدبن ومن ينصرهم

اللهم أعز الاسلام في كل بقعة من بقاع الأرض

اللهم احفظ وانصر اخواننا المسلمين في كل مكان

اللهم انصر المجاهدين في كل مكان و امدهم بمدد من عندك و سدد رميهم و اربط على قلوبهم و زلزل الأرض من تحت اقدام عدوك و عدوهم

اللهم احفظ مجاهدينا وسدد رميهم وثبتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم

الله أكبر ولله الحمد، وما النصر إلا من عند الله تعالى .

نسأل الله النصر والتمكين للأمة الإسلامية وللمجاهدين وأن يشدد بأيديهم ويسدد رميهم ويثبت قلوبهم واقدامهم على الحق ضد من بغى وتجبر على المسلمين

الله ينصركم ويثبت اقدامكم الله مولاكم. ولا مولى لهم الله معاكم يااهل الشام

اللهم وفق ويسر امور جيش الفتح اللهم سدد رميهم اللهم ثبت اقدامهم يالله اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم امددهم بجنودك يالله اللهم افتح على ايديهم حلب والشام يالله اللهم مكنهم من رقاب اعدائهم يالله اللهم عجل بنصرهم يالله اللهم احفظهم يالله يالله يالله اللهم امين يارب العالمين يالله

اللهم نصرك المؤزر لعبادك الصالحين على المعتدين الفرس والشيعة الخنازير

ربي يحفظكم ويحميكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة.

اللهم تقبله في الشهداء

اللهم تقبله واجعل دماه في سبيلك

الله يرحمهم الانغماسيين و المجهادين اللهم نصرك الكبير و القريب

يااهل الشام. ربي ينصركم ويثبت اقدامكم

দারুল মুয়াদায়াহ(دار الموادعة) /দারুল আহাদ (دار العَهْد)/ দারুল আমান (دار الأمن)

দারুল কুফর যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ না হয় তাহলে তা হারবী রাষ্ট্র বা দারুল হারব হিসাবেই গণ্য হবে।

আর চুক্তি বা সন্ধি থাকলে তা 'দারুল আহাদ' (চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র) বলে গণ্য হবে। ফুকাহায়ে আহনাফ মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ দারুল কুফর এর ক্ষেত্রে 'দারুল মুয়াদায়াহ' (সন্ধির আওতাধীন রাষ্ট্র) পরিভাষা ব্যাবহার করেছেন। (দেখুনঃ শারহু সিয়ারীল কাবীর, খণ্ড-৫, অধ্যায়ঃ বাবুল মুয়াদায়াহ। বাদায়েউস সানায়ে', কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়ঃ মা ইয়া'তারিদু মিনাল আসবাবিল মুহাররমাহ লিল-কিতাল)

"দারুল আমান" শব্দটি পরিভাষা হিসাবে মুতাকাদ্দিমীন মুতায়াখখিরীন মুজতাহিদ ফুকাহাগন ব্যাবহার করেননি। তবে বর্তমান অনেককে এই পরিভাষা ব্যাবহার করতে দেখা যায়। যদি "দারুল আমান" পরিভাষাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হয় 'দারুল মুয়াদায়াহ' বা ঐ দারুল কুফর যার সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি আছে তাহলে তো তা ঠিক আছে। কিন্তু যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ভিন্ন কিছু তাহলে তাদের জন্য জরুরী হবে এর পক্ষে শরয়ী নির্ভরযোগ্য দলীল পেশ করা।

মুরতাদ শাসনাধীন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি মুরতাদ যদি কোন ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে শাসন করে তাহলে তা দারুল কুফরে পরিণত হবে। তবে তাদের সাথে সন্ধি/চুক্তি করা যাবে কিনা এই ব্যাপারে ফুকাহাদের মাঝে দ্বিমত আছে, অনেকে সন্ধি করতে নিষেধ করেছেন ---

আল্লামা মাওয়ারদী রহঃ বলেনঃ ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا بعهد، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تنكح منه امرأة জিযিয়া বা চুক্তির মাধ্যমে মুরতাদকে স্বীকৃত দেয়া বৈধ নয়। তার জবেহ খাওয়া যাবে না। তার সাথে কোন মেয়ের বিবাহ জায়েয নেই। (আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ) তবে যদি তাদের সাথে যুদ্ধের শক্তি না থাকে তাহলে হানাফী ফুকাহাদের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি জায়েয। আর শক্তি থাকলে জায়েয নয়।

ইমাম হাসকাফী রহঃ বলেনঃ وإلا مال بلا خيرا لو حرب دار دارهم وصارت بلدة على غلبوا لو المرتدين نصالح و يغلبوا على بلدة (لا) لان فيه تقرير المرتدين على الردة وذلك: لا يجوز. মুরতদরা যদি কোন অঞ্চল কবজা করে নেয় আর তাদের অঞ্চল দারুল হারব হয়ে যায়, যদি কল্যাণ দেখি তাহলে আমরা তাদের সাথে সন্ধি করব। কোন অর্থ ছাড়া। আর যদি তারা কোন অঞ্চল দখল করতে না পারে তাহলে তাদের সাথে চুক্তি করা যাবে না। কেননা চুক্তির মাধ্যমে মুরতাদকে তাদের রিদ্দার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেয়া হবে আর এটা জায়েয নেই। (আদ দুররুল মুখতার, কিতাবুল জিহাদ, খণ্ড-৪,পৃষ্ঠা-৩১০)

শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসী রহঃ বলেনঃ- ولا بأس في هذه الحالة بموادعة المرتدين الذين غلبوا على دارهم لأنه لا قوة للمسلمين على قتالهم فكانت الموادعة خيراً لهم এই অবস্থায় (দুর্বলতার সময়) মুরতাদদের সাথে সন্ধি করতে

কোন সমস্যা নেই। যারা তাদের অঞ্চল কবজা করে নিয়েছে। কেননা তাদের সাথে যুদ্ধের শক্তি মুসলিমদের নেই। তাই তাদের সাথে চুক্তি করাই কল্যাণকর হবে। (শারহু সিয়ারীল কাবীর, বাবুল মুয়াদায়াহ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪)

ইমাম সারাখসী রহঃ আরও বলেনঃ وبعد ما غلبوا على دارهم فقد صارت دارهم دار الحرب حتى إذا وقع الظهور عليهم تكون أموالهم غنيمة للمسلمين মুরতাদরা যখন নিজ এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে তখন তাদের অঞ্চল দারুল হারবে পরিণত হয়। আর যখন আবার তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে তখন তাদের মাল গণিমতে পরিণত হবে।(শারহু সিয়ারীল কাবীর, বাবুল মুয়াদায়াহ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪)

ইমাম কাসানী রহঃ বলেনঃ وتجوز موادعة المرتدين إذا غلبوا على دار من دور الإسلام، وخيف منهم، ولم تؤمن غائلتهم لما فيه من مصلحة دفع الشر للحال ، মুরতাদরা যদি মুসলিমদের কোন ভূখণ্ড দখলে নেয়। আর তাদের থেকে বিপদের আশংকা করা হয়। তাদের বিপর্যয় থেকে নিরাপদ না থাকা যায়, তাহলে তাদের সাথে চুক্তি জায়েয আছে। কেননা এর মাঝে তাৎক্ষণিক বিপদ প্রতিহতের কল্যাণ নিহিত। (বাদাইউস সানায়ে’, কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়- ফী-বায়ানী মা ইয়া’তারিদু মিনাল আসবাবিল মুহাররমাহ লিল-কিতাল)

নোটঃ (১) মুরতাদরা মুসলিমদের কোন অঞ্চল কবজা করলে তা দারুল কুফর হয়ে যাবে। (২) মুসলিমদের দুর্বলতার সময় তাদের সাথে চুক্তি ও সন্ধিতে আসা আহনাফের নিকট জায়েয।

যুদ্ধ না করে সন্ধির শর্ত : কাফির ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ না করে সাময়িক চুক্তির ক্ষেত্রে আহলুল ইলম বেশ কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যার মাঝে কিছু শর্তের ব্যাপারে তারা মুত্তাফিক (ঐকমত) কিছু শর্তের ব্যাপারে মুখতালিফ (ভিন্নভিন্ন মত পোষণকারী)। আমরা এখানে শুধু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ফিকহে হানাফীর আলোকে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

প্রথম শর্তঃ মুসলিমরা দুর্বল হতে হবে। যুদ্ধ করার শক্তি না থাকতে হবে। যুদ্ধের শক্তি থাকলে সন্ধি বা চুক্তি করা যাবে না। ইমাম সারাখসী রহঃ বলেনঃ وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة لأن فيه ترك القتال المأمور به أو تأخيره وذلك مما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة قال الله تعالى - : { وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } فال الأنية الاية 139

আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ- মুশরিকদের সাথে সন্ধি করা যাবে না, যখন মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হবে। কেননা সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত বিধান কিতাল তরক করতে হয়। অথবা বিলম্ব করতে হয়। আর কোন আমীরের জন্য প্রয়োজন ছাড়া এটা করা যাবে না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (শারহু সিয়ারীল কাবীর, বাবুল মুয়াদায়াহ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩)

তৃতীয় শর্ত: আজীবনের জন্য করা যাবে না। বরং তা নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত হতে হবে। এই সময়ের ব্যাপারে ফুকাহাদের মাঝে দ্বিমত আছেন। কেউ বলেছেন ৪ মাস। কেউ ২ বছর, কেউ ১০ বছর সর্বোচ্চ। তবে ফিকহে হানাফীর গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে ততদিন রাখা যাবে যত দিন এর মাঝে মুসলিমদের কল্যাণ থাকবে।

ইবনে হুমাম রহঃ বলেনঃ وَلَا يَقْتَصِرُ الْحُكْمُ وَهُوَ جَوَازُ الْمُوَادَعَةِ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ عَشْرُ سِنِينَ لِتَعَدِّي الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّلَ بِهِ جَوَازَهَا ، وَهُوَ حَاجَةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ثُبُوتُ مَصْلَحَتِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِأَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمُوَادَعَةُ أَوْ الْمُدَّةُ الْمُسَمَّاةُ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ সন্ধি জায়েয হবার হুকুম উল্লেখিত ১০ বছর সময়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ হবে না। যে কারণে সন্ধি জায়েজ করা হয়েছে তা বাকি থাকার কারণে। আর তা হচ্ছে, মুসলিমদের জরুরত ও তাদের কল্যাণ বিদ্যমান থাকা। তাই কখনও সময় বেশীও হতে পারে। তবে যদি সন্ধি বা উল্লেখিত সময় মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর না হয় তাহলে তা জায়েয হবে না। (ফাতহুল কাদীর, পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়ঃ বাবুল মুয়াদায়াহ)

বুরহানুদ্দীন মারগিনানী রহঃ বলেনঃ وإن صالحهم مدة ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم যদি তাদের সাথে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্ধি করা হয় অতঃপর দেখা যায় চুক্তি ভেঙ্গে ফেলাটাই উত্তম তাহলে তাদেরকে চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার সংবাদ পৌঁছাবে। এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। (আল-হেদায়া, কিতাবুস সিয়ার, বাবুল মুয়াদায়াহ)

নোটঃ শরীয়তের মধ্যে আসল হচ্ছে হারবীদের সাথে কিতাল করা। তবে শর্ত সাপেক্ষে কখনো কখনো সন্ধি করাও জায়েয আছে। সন্ধির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদের জন্য যাতে মুসলিমগণ প্রস্তুতি নেবার অবকাশ পায়।

চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে সামরিক সহায়তা ইমাম ইবনে হুমাম রহঃ বলেনঃ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ السِّلَاحُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَّزُ إلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَحَمْلِهِ إلَيْهِمْ ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا الْكُرَاعُ لِمَا بَيَّنَّا ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيدُ لِأَنَّهُ أَصْلُ السِّلَاحِ ، وَكَذَا بَعْدَ الْمُوَادَعَةِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفِ النَّقْضِ أَوْ الِانْقِضَاءِ فَكَانُوا حَرْبًا عَلَيْنَا ، হারবীদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করা তাদেরকে অস্ত্রে সজ্জিত করা যাবে না। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারবীদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করতে ও রপ্তানি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এর দ্বারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে শক্তিশালী করা হবে। তাই তা নিষেধ। একই ভাবে ঘোড়া, লোহাও কেননা অস্ত্রের মূল সেটাই। অনুরূপ সন্ধির পরও জায়েয নেই। কেননা সন্ধি ভঙ্গে গেলে বা ভেঙ্গে দিলে তারা আমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে। (ফাতহুল কাদীর, পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়ঃ বাবুল মুয়াদায়াহ)

ইমাম সারাখসী রহঃ বলেনঃ ولا يمنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع والسلاح والحديد لأنهم أهل حرب وإن كانوا موادعين ألا ترى أنهم بعد مضي المدة يعودون حربا للمسلمين ব্যবসায়ীদেরকে দারুল আহদের অধিবাসীদের কাছে ব্যবসায়ী পণ্য রপ্তানি করতে নিষেধ করা হবে না। তবে ঘোড়া অস্ত্র লোহা রপ্তানি করতে পারবে না। কেননা তারা হারবী। যদিও এখন চুক্তিবদ্ধ। তুমি কি জাননা! সময় শেষ হবার পর তারা পুনরায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। (আল-মাবসূত, কিতাবুস সিয়ার খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৮)

#প্রশ্ন – দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সম্পর্কে জানাবেন কি? কখন দারুল হারব দারুল ইসলামের পরিণত হয়? এ ব্যাপারে ওলামে কেরাম, সালাফ আস সালেহিন ও ওলামায়ে দেওবন্দের ফতোয়ার আলোকে জানাবেন।

প্রতিটি রাষ্ট্র হয়ত দারুল ইসলাম হবে নয়ত দারুল কুফর হবে। এ ব্যাপারে জুমহুর উম্মতের ঐকমত বিদ্যমান। কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলামও নয় আবার দারুল কুফরও নয় তা কখনই হতে পারে না।

আল্লামা কাসানী রহঃ বলেনঃ-
تَصِيرُ الدَّارُ دَارَ إسْلَامٍ أَوْ دَارَ كُفْرٍ
"দার" হয়ত দারুল ইসলাম হবে নয়ত দারুল কুফর হবে ..... (বাদাইউস সানায়ে', পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়ঃ মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

হ্যাঁ তবে দারুল কুফর আবার মৌলিক ২ ভাগে বিভক্তঃ-
(১) দারুল হারব। (যাদের সাথে মুসলিমদের কোন সন্ধি বা চুক্তি নেই)
(২) দারুল আহাদ। (যাদের সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি আছে)

ইবনে আব্বাস রাদিঃ বলেনঃ-
"كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب تحل لونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتل لهم ولا يقاتل لونه"يقاتل لهم ويقا

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলিহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের কাছে মুশরিদের অবস্থান ছিল দুধরণের। কিছু মুশরিক ছিল যুদ্ধরত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তারাও তাঁর বিরদ্ধে যুদ্ধ করতো। আর কিছু মুশরিক ছিল চুক্তিবদ্ধ। তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক, অধ্যায়ঃ নিকাহু মান আসলামা মিনাল মুশরিকাত ...,)

উপরোক্ত বর্ণীত হাদীস থেকে দারুল কুফর দুভাগে বিভক্ত হওয়া স্পষ্ট রূপে বুঝে আসে।

ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেনঃ-
কুফফার হয়ত যুদ্ধরত হবে নয়ত চুক্তিবদ্ধ হবে। (আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৭৫)

দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হয়?

দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হবে এ ব্যাপারে হানাফী ফুকাহাগনের মাঝে কোন দ্বিমত বিদ্যমান নেই। কিন্তু দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফর হয় এ ব্যাপারে দ্বিমত বিদ্যমান।
আল্লামা কাসানী রহঃ বলেনঃ-
لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا

سْلَامِ ، إِنَّهَا بِمَاذَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ ؟وَاخْتَلَفُوا فِي دَارِ الْإِ
আমাদের ফুকাহাদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, দারুল কুফর শুধুমাত্র ইসলামের আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলামে পরিণত হয়। তবে তাদের দ্বিমত হচ্ছে- দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল কুফর হয় সে ক্ষেত্রে। (বাদাইউস সানায়ে'। পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার। অধ্যায়ঃ মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে একই মত উল্লেখ করা হয়েছেঃ-
فِيهَا اعْلَمْ أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ إظْهَارُ حُكْمِ الْإِسْلَامِ
মনে রাখবে, দারুল হরব শুধুমাত্র একমাত্র শর্তে দারুল ইসলামে পরিণত হবে, আর তা হচ্ছে, সেখানে ইসলামের আইন বাস্তবায়িত থাকা। (ফাতাওয়ায়ে আলামগিরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩)

আলাউদ্দীন হাসকাফী রহঃ আদ-দুররুল মুখতারের মধ্যে বলেছেনঃ-
أحكام أهل الإ سلام فيها ودار الحرب تصير دار الإ سلام بإجراء

দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়, সেখানে ইসলামের আইন জারি করার মাধ্যমে। (দেখুনঃ- ফাতাওয়ায়ে শামী, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল মুসতামিন)

এ ব্যাপারে পুরো উম্মতের ইজমা বিদ্যমান, দারুল কুফর শুধুমাত্র ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলাম হবে। উপমহাদেশকে উলামায়ে হিন্দ দারুল হারব ফাতওয়া দিয়েছেন। যা সকলেই জানি। কেউ যদি সেই ফাতওয়াকে সঠিক বলে মেনে নেয়। তাহলে তাকে উম্মতের এই ইজমা আবশ্যকীয় ভাবে মানতে হবে- "ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত উপমহাদেশের কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হিসাবে পরিগণিত হবে না। "

দারুল ইসলাম যেভাবে দারুল কুফর হয়

ইমাম আবূ হানীফা রহঃ এর মতঃ

দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফর বলে গণ্য হবে, এ ব্যাপারে আমাদের ইমামদের মাঝে দ্বিমত আছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহঃ বলেনঃ-

رِادَلِ ةَّمَخِاتَمُ نَوكُتَ نْأَ : ينِاثَّلاوَ اهَيفِ رِفْكُلْا مِاكَحْأَ رُوهُظُ : اهَدُحَأَ ، إِنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إِلَّا بِثَلَاثِ شَرَائِطَ
الْكُفْرِ وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ

তিনটি শর্তে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবে।
এক, তাতে কুফরী বিধান নাফেয থাকা।
দুই, দারুল কুফরের পার্শ্ববর্তী হওয়া। (অর্থাৎ পাশে কোন দারুল ইসলাম না থাকা)
তিন, মুসলিম ও জিম্মিরা পূর্বে প্রদান কৃত নিরাপত্তার ন্যায় নিরাপদ না হওয়া। (ইসলামী শাসন থাকা অবস্থায় যেমন নিরাপদ ছিল তেমন নিরাপদ না হওয়া) (বাদাইউস সানায়ে', পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়ঃ মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

ইমাম আবু হানীফা রহঃ দারুল কুফরে পরিণীত হবার যে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন তার প্রতিটি শর্ত বর্তমান প্রায় সকল মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পাওয়া যায়। কেননা এসমস্ত রাষ্ট্র কুফফারদের বিধান দ্বারা পরিচালিত। আর ইসলামী খিলাফাত বা শাসন থাকা অবস্থায় মুসলিমরা যে নিরাপত্তার মধ্যে ছিল তার শত ভাগের এক ভাগ নিরাপত্তার মধ্যেও মুসলিমগণ নেই। যা দিবালোকের উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। তবে দিনের বেলা কেউ চক্ষু বন্ধ করে থাকলে তা ভিন্ন কথা। আর আমাদের পার্শ্ববর্তী এমন কোন রাষ্ট্রও নেই যা ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত। তাই কেউ যদি ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর মতকেও গ্রহণ করে তথাপি এ ধরণের রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বা দারুল আমান বলার সুযোগ নেই।

আমাদের আহনাফ ফুকাহায়ের মত হচ্ছে, মুসলিম মুজাহিদীন যদি কোন দারুল কুফরে আক্রমণ চালায়। কাফেরদের পরাজয় ঘটে। মুজাহিদীন বিজয় লাভ করে। তথাপি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে না। দারুল ইসলাম হবার এক মাত্র শর্ত হচ্ছে, দ্বীন কায়েম করতে হবে। দ্বীন কায়েমের আগে তা দারুল ইসলাম হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইয়ূসুফ রহঃ এর মতে দারুল কুফরে গনিমত বন্টন জায়েজ নেই। কিন্তু দেখা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার বিজয়ের পর সেখানেই গণিমত বন্টন করেছেন। এই মাসআলা আলোচনা করতে গিয়ে শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারাখসী রহঃ বলেনঃ-

الـمديـ نةفـ ي الـ قـسمةبـ مـنزلـةفـ يهاالـ قـسمةفـ كاذ ت حـكمهفـ يهاوجرى الأرض افـ تـ تحفـ إنـهخـ يـ بر وأما
إ سلام دار و صـ يرهابـ لدةافـ تـ تحإذا الإمام أن دلـ يل هذافـ في مـ نهايـ خرج أن قـ بل فـ يهاالـ غـ نائـ م وقـ سم
الله صـ لـى الله ر سول مـ قام طال وقـ د فـ يهاالـ غـ نائـ م يـ قـ سم أن لـ ه يـ جوز فـ إنـهفـ يهاالإ سلام أحـ كام بـ أجراء
الإ سلام دار من فـ كاذ ت فـ يهاالإ سلام أحـ كام وأجرى الـ فـ تحبـ عدبـ خـ يـ بر و سـ لم عـ لـ يه

আর খায়বারের ব্যাপারটি হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার বিজয় করেছেন। সেখানে তাঁর বিধান (ইসলামী বিধান) জারি করেছেন। তাই সেখানে গণিমত বন্টন মদিনায় বন্টনের অনুরূপ। খায়বারে গণিমত বন্টন থেকে প্রমাণিত হয়, যখন ইমাম কোন অঞ্চল বিজয় করবেন এবং ইসলামী শাসন জারি করার মাধ্যমে তাকে দারুল ইসলামে পরিণত করবেন, তখন ইমামের জন্য সেখানে গণিমত বন্টন করা জায়েজ। খায়বার বিজয়ের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেথায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছেন। এবং সেখানে ইসলামী বিধান জারি করেছেন। ফলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে ছিল। (আল-মাবসূত, খণ্ড-১০, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার-গণিমতের বন্টন)

ইয়ামানের নুজাইর অঞ্চল বিজয়ের ব্যাপারে শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারাখসী রহঃ বলেনঃ-

بـ عدفـ يهاالا سلام احـ كام تـ جر ولـ م فـ تحوا إنـهم
ا سلام دار تـ صـ ير لا الا سلام احـ كام اجراء قـ بل الـ فـ تحوبـ مجرد

সাহাবায়ে কেরাম নুজাইর বিজয় করেছেন। কিন্তু বিজয়ের পর পরেই (সাহায্যকারী অপর বাহিনী যুক্ত হবার আগে) সেখানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করেননি। আর শুধুমাত্র বিজয়ের মাধ্যমে, ইসলামী শাসন জারি করার পূর্বে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয় না। (আল-মাবসূত, খণ্ড-১০, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার-গণিমতের বণ্টন)

নোটঃ উলামায়ে হিন্দ উপমাহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা করে ছিলেন। সুতরাং দারুল হারব তখন পর্যন্ত দারুল ইসলাম হবেনা যতক্ষণ না সেখানে ইসলামী শাসন বাস্তবায়িত হয়। যদি মুসলিমগণ যুদ্ধ করে অথবা অন্য কোন ভাবে কোন অঞ্চল নিজেদের অধীনে নেয় তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে না যতক্ষণ না সেখানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। এটাই ফিকহে হানাফীর গ্রহণযোগ্য মত।